ANTORJATIK PATHSALA

ISSN 2230-9594

চিন্তাভাবনার সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত এখন বাংলা ভাষায়

আন্তর্জাতিক পাঠশালা

জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৯

অপরূপ রূপকথা উপকথা

A Non-conventional Multi-disciplinary Quarterly Journal in Bengali Language
A Peer-Reviewed UGC Enlisted Journal

ANTORJATIK PATHSALA

Vol VIII : Issue 4 : July-September, 2019

স্বত্ব : 'পাঠশালা প্রোডাকসন্স'-এর পক্ষে কপোতাক্ষী সুর

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশেরই কোনো রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমেও প্রতিলিপি করা যাবে না। এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোনো লেখা অন্যত্র বই আকারে প্রকাশ করতে হলে লেখকদেরও স্বত্বাধিকারী বা প্রকাশকের লিখিত অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী দাস, দীপেন্দ্রনাথ দাস, রাখী মিত্র ও সঞ্চিতা বসু

সহযোগিতায় : অরিন্দম সিংহ, বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় দপ্তর

সোনারতরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এ, ২৩ + ২৪, শেখপাড়া লেন, হাওড়া-৭১১ ১০৪

যোগাযোগ

চলভাষ : ৯৪৩৩১ ১৮৬৬৫/৯০০৭৬৭৪১২৩

বৈদ্যুতিন ডাক : antorjatikpathsala@gmail.com

ফেসবুক : pathsalarchithi/antorjatikpathsala

প্রচ্ছদ, নামাঙ্কন ও অঙ্গসজ্জা : শুভেন্দু দাশমুন্সী

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : সুব্রত সরকার

'পাঠশালা প্রোডাকসন্স'-এর পক্ষে অমিত রায় কর্তৃক শ্যামা প্রেস, ৩৫/ই, কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত ও দি টলি রেসিডেন্সি, ফ্ল্যাট ৩বি, ৩৩৮, এন. এস. সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৭ থেকে প্রকাশিত।

ISSN 2230 - 9594

UGC Journal No. 41299

মূল্য : তিনশত টাকা / ৭ ডলার ; সডাক : তিনশত পঞ্চাশ টাকা

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়

স ং স্কৃ ত চ র্চা

বিভাস মিস্ত্রী

অনুমান প্রমাণের প্রামাণ্য : বৈশেষিকসূত্রের আঙ্গিকে ৯

চি ন্তা চ র্চা

সুষেণ মণ্ডল

দ্বৈত ও অদ্বৈত বেদান্তে অহমাকার প্রতীতির স্বরূপ ২০

সা হি ত্য চ র্চা

লিপি হালদার

প্রকৃতি : উনিশ শতকীয় নারী কবির দৃষ্টিতে ৩১

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

নাগরিক কলকাতার যাপন-প্রক্রিয়া, ভাবজগৎ,
কবিতাচর্চা ও সত্তর দশক : নিশীথ ভড় ৪০

স ং গী ত চ র্চা

অনুভা ব্যানার্জী

রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'র গানে বাংলাদেশে প্রচলিত
রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী গীতধারার প্রভাব ৫১

লো ক স ং স্কৃ তি চ র্চা

অনুপ কুমার মাজি

বাঁকুড়া জেলার প্রচলিত সাঁওতালি ধাঁধা :
প্রান্তবাসীর ও প্রান্তবাসের জীবন ইতিবৃত্ত ৫৮

দু গ্গা দু গ্গা

অমিত রায়
রঙীন লাদাখ—সুন্দর হে সুন্দর ৭০

হা ও ড়া র হ রে ক ক থ ক তা (ধা রা বা হি ক)

কল্যাণ দাস
পুরাতন হাওড়া শহর (দ্বিতীয় পর্ব) ১০৮

বি শে ষ ক্রো ড় প ত্র

অ প রূ প রূ প ক থা উ প ক থা

অর্পিতা দাস
মিথ এবং রূপকথা : সাদৃশ্যের সূত্র ১৩১

দীপান্বিতা রায়
মায়া জগতের সুলক-সন্ধান : রূপকথার বিবর্তন ১৪৩

পরমেশ আচার্য
উপকথার নির্মাণ : প্রাচীনকালে ১৫৫

দেবলীনা চৌধুরী
রূপকথার নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ : কিছু কথা ১৬৩

দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী
ঠাকুরমা'র ঝুলি'র রূপকথার জগৎ ১৭৪

শুভেন্দু দাশমুন্সী
ঠাকুমার ঝুলি : এক জীবন্ত জীবাশ্মের কথা ১৮১

সোমদত্তা ঘোষ (কর)
রূপকথার রূপায়ণ : গল্পকার সুকুমার রায় ১৮৮

ছন্দা ঘোষাল
জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন ধর্মের অবশেষ চিহ্ন ১৯৪

রূপকথার রূপায়ণ : গল্পকার সুকুমার রায়

রূপকথার বিভিন্ন সাধারণ লক্ষণগুলি কিভাবে বুনে আছে সুকুমার রায়ের কাহিনিমালায় আর সেই লক্ষণগুলির সাপেক্ষে এই চিরচেনা গল্পগুলি পড়ার নতুন আনন্দ আবিষ্কার করলেন **সোমদত্তা ঘোষ (কর)**।

রূপকথা হল শিশুদের কল্পময় কাহিনি, লোকসাহিত্যের অন্তর্গত একটি শাখা। সাধারণভাবে রূপকথা দু'প্রকারের—লৌকিক ও সাহিত্যিক। লৌকিক রূপকথাগুলি মুখে মুখে প্রচলিত আর সাহিত্যিক রূপকথা হল লেখকের দ্বারা সৃষ্ট। বাংলায় সাহিত্যিক রূপকথার স্রষ্টা হলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর লেখা *টুনটুনির বই, গুপী গাইন বাঘা বাইন* প্রমুখ গল্পগুলি এক নতুন রূপকথার জন্ম দিয়েছিল। তাঁরই সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। নন্‌সেন্সধর্মী লেখার পাশাপাশি অন্য মাত্রার গল্প, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ও তিনি লিখেছিলেন। তাঁর বেশকিছু গল্পে রূপকথার স্পর্শ পাওয়া যায়। রূপকথার রূপায়ণ কীভাবে ঘটেছে তাঁর নির্বাচিত কিছু গল্পে, তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমে দেখা যেতে পারে, রূপকথা বলতে কী বোঝায়?

> রূপকথা হল ছোটগল্পের একটি ধরন, যাতে মূলত লোককথা ও ফ্যান্টাসি ধরনের চরিত্র, যেমন বামন, ড্রাগন, ক্ষুদ্র পরী, পরী, দৈত্য, থফ, গবলিন, গ্রিফিন, মৎস্যকন্যা, সবাক প্রাণী, কাল্পনিক ঘোড়া বা ডাইনি এবং জাদু বা জাদুমন্ত্র তুলে ধরা হয়। (*উইকিপিডিয়া*)

রূপকথার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) বাংলা রূপকথায় রাজা-রানি, রাক্ষস-খোক্ষস, দৈত্য, রাজপুত্র-রাজকন্যা, পরী, বোকা মানুষ কথা বলা জন্তু এইসকল হচ্ছে পাত্রপাত্রী। (২) রূপকথায় কোনো নির্দিষ্ট জায়গা থাকে না, কল্পনা করে নেওয়া হয়। (৩) নানা অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ ঘটে রূপকথায়। (৪) বহু বৈচিত্র্যময়, উদ্ভট, অর্থহীন ঘটনা রূপকথার মূল বিষয়। (৫) সর্বদা সত্যের জয় হয় এবং গল্পের শেষে সাধারণত মিলনান্তক হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যেমন বাংলায় নতুন ধরনের রূপকথার কাহিনি

শুনিয়েছিলেন ছোটোদের তেমনি লালবিহারী দে ছিলেন বাংলা রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক। তাঁর উত্তরসূরী ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যিনি *ঠাকুরমার ঝুলি* ও *ঠাকুরদার ঝুলি* গ্রন্থে নানা রূপকথার সন্ধান দিয়েছিলেন।

এবার আসা যাক সুকুমার রায়ের গল্পে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সুকুমার সেন তাঁর 'ছেলেমি রচনা ও সুকুমার রায়' নামাঙ্কিত নিবন্ধে সুকুমার রায়ের গল্পগুলিকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণিভুক্ত রচনাগুলি হল বিদেশি রূপকথার রূপান্তর, যা সংকলিত আছে সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র*'র প্রথম খণ্ডে 'অন্যান্য গল্প' শীর্ষকে। তবে এতে বিদেশীয় গল্পের পাশাপাশি আছে দেশীয় গল্পের অনুবাদ, জাতকের গল্প, সুকুমারীয় ঘরানার গল্প। এগুলি *সন্দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল চৈত্র ১৩২০ থেকে কার্তিক ১৩২৯-র মধ্যবর্তী সময়ে। এর মধ্যে ছিল 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'। প্রকাশকাল ১৩৩০।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিল দেশীয় ছেলেভুলানো গল্পের ক্ষীণ অনুকরণ নিজস্ব রীতিতে কিছু রচনা। এগুলি 'বহুরূপী' নামে ১৯৪৪ সালে সিগনেট প্রেস থেকে বেরিয়েছিল, *সন্দেশ*-এ। প্রকাশকাল ফাল্গুন, ১৩২২ থেকে চৈত্র ১৩২৯। তৃতীয় শ্রেণির গল্পগুলি হল বিদ্যালয়ে পড়া বালকদের ছেলেমি দুষ্টুমি ও কৌতুকরসে পূর্ণ নিজস্ব কাহিনি। এগুলি *পাগলা দাশু* সংগলিত গল্পের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। *সন্দেশ*-এ প্রকাশকাল জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ থেকে আষাঢ় ১৩৩০ পর্যন্ত। চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল এক দীর্ঘ রচনা, নাম 'হ য ব র ল'। এটি জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ থেকে ভাদ্র ১৩২৯ পর্যন্ত *সন্দেশ*'এ প্রকাশিত হয়।

সুকুমার রায়ের গল্পের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে সাধারণভাবে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। প্রথম ধারার মধ্যে আছে দেশ বিদেশের গল্পের মধ্যে থাকা লোককথা, রূপকথা, নীতিকথার পাত্রপাত্রী যাদের মধ্যে প্রাণিজগৎ থেকে নেওয়া উপাদানও রয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় উপস্থিত আমাদের রোজকার দেখা চিরপরিচিত মানুষরা। এরা নিজেদের স্বভাব প্রবণতার জন্য হাসির উৎস হয়ে উঠেছে।

এই দুই ধারার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গল্পের মধ্যে রূপকথাধর্মীতা কীভাবে পাওয়া যায়, তা এবার দেখা যাক। *সন্দেশ*'এ প্রকাশিত সুকুমার রায়ের প্রথম গল্প হল 'ওয়াসিলিসা', জাপানি কথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে 'ওয়াসিলিসা'। রূপকথার গল্পের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় যে ভালোরা প্রথমে কষ্ট পায়, মন্দদের জয় হয়, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভালোরা পুরস্কৃত হয়, মন্দরা সাজা পায়, হিংসুটেরা জব্দ হয়, ঠিক তেমনই দেখা যায় 'ওয়াসিলিসা' গল্পটিতে। সওদাগরের মেয়ে ওয়াসিলিসার মা নেই, বাবাও নেই। সৎমা আর দুই সৎ বোনের সঙ্গে থাকে। প্রথম থেকেই তারা তাকে অত্যাচার করে। একদিন সৎমা বলে যে ঘরের আগুনের জন্য সবুজ মাঠের বাচ্চা ইয়াগার কাছ থেকে আগুন

আনতে হবে। উদ্দেশ্য তাকে শায়েস্তা করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াসিলিসা তার কাছে থাকা এক magical কাঠের পুতুলের সাহায্যে বাবা ইয়াগাকে সন্তুষ্ট করে ও তার কাছ থেকে আগুন আনে। কিন্তু তার তাপে মা ও বোনেরা মারা যায়। তখন কাঠের পুতুলের সাহায্যেই সে সেই দেশের রাজার সঙ্গে দেখা করতে যায় ও রাজার সঙ্গে বিয়ে হয়ে সুখে তাকে। যদিও হান্স এন্ডারসন বা গ্রিম ভাইদের রূপকথার কোনো অনুবাদ সুকুমার রায় করেননি, তবুও তাঁদের কাহিনিতে যে এক নরম, মোহময় স্বপ্নালু পরিবেশ থাকে, তা এই জাতীয় গল্পগুলিতে কোথাও অনুভব করা যায়।

তাঁর লেখা 'ভাঙা তারা' মাওরি দেশের গল্প। মাতারিকি নামে আকাশের পরীর গল্প। পরীদের একটা করে তারা থাকে, তার তারা খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু তানে, গাছের দেবতা সেটা পছন্দ করত না। তাই সে ঠিক করে তারাটা ভেঙে দেবে। নানা চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। জলের রাজার ছোট্ট মেয়ে মাতারিকি তারাকে বাঁচাতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত পারে না। তার সঙ্গে দখিন হাওয়া কথা বলে যায়। মাতারিকির তারা ভেঙে গেলেও দখিন হাওয়ার দেশে দেখা যায়, সেই ভাঙা তারার সাতটি টুকরো আকাশের একটা জায়গায় জ্বলে। তার ছায়ার সঙ্গে রাজার মেয়ে খেলা করে। যে তারার সমষ্টিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলে, তাকেই এইভাবে রূপকথার কল্পনার জগতের মাতারিকির ভাঙা তারার সাতটি টুকরো বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পরী, দখিন হাওয়ার কথা বলা এ সবই রূপকথার নানা চরিত্র যারা নির্মিত করেছে এই গল্প।

ঠক মানুষের কাহিনি আছে 'পাজি পিটার', 'বুদ্ধিমানের সাজা', 'সুদন ওঝা' এসব গল্পের মধ্যে। যদিও এদের মধ্যে পাজি হয়েও সাজা পায় না পিটার এবং সুদন ওঝা। তারা তাদের খল বুদ্ধির জোরে নিজেদের সাধারণ অবস্থা থেকে ধনী অবস্থায় উত্তীর্ণ করিয়েছে। সেখানে পিটারের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে রাজা, সওদাগরের মূর্খতা এবং লোভ। সুদনের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে দেবতা, অপ্সরাদের Superiority complex। 'বুদ্ধিমানের সাজা' গল্পে দেখা যায় যে অনেক সময় সাধারণ মানুষেরাও (যাদের বুদ্ধিমানরা বোকা মনে করে) বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে এবং ন্যায্য পাওনা আদায় করতে পারে ও সাজা দিতে পারে বুদ্ধিমানকে। এই সত্যের জয়ের ঘোষণাই রয়েছে গল্পে।

সুকুমার রায়ের গল্পের 'রাজা' চরিত্ররা অন্যান্য গল্পের রাজা চরিত্রের থেকে স্বভাববৈশিষ্ট্যে একটু স্বতন্ত্র। যদিও *আবোল তাবোল* কাব্যগ্রন্থের রাজারাও অন্যরকম। যেমন 'ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার' কবিতার প্রথমেই দেখা যায়—

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা
তার ওপরে বসল রাজা
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা, খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।

আবার 'বোম্বাগড়ের রাজা' কবিতায়—

> কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
> ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?

সুতরাং গল্পের রাজারাও যে একটু ব্যতিক্রমী হবে, তা স্বাভাবিক। *বহুরূপী'র* অন্তর্ভুক্ত একটি গল্পকে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা'। গল্পের নাম 'দ্রিঘাংচু'। সামান্য একটা দাঁড়কাকের কর্কশ ডাক নিয়ে গড়ে উঠেছে গল্পটি। রাজামশাই-এর ঘুম ভাঙানোর অপরাধে সেই কাকটিকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায় মন্ত্রী, উজির, পাত্র-মিত্র, রাজপণ্ডিতেরা তার উপায় নির্ধারণে অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন হঠাৎ এক রোগা শুঁটকে লোক বলল যে দ্রিঘাংচু দাঁড়কাকের রূপ নিয়ে রাজার কাছে আসে, দক্ষিণদিকে মুখ করে বসে 'কঃ' করে শব্দ করে, সে এমন এক মন্ত্র জানে যেটা সে সময় দ্রিঘাংচুকে শোনালে আশ্চর্য কাণ্ড হয়। দু'দিন উপোস করে তাকে সেই মন্ত্র শোনাতে হবে। রাজাকে একটি কাগজে সে এ মন্ত্র লিখে দিয়ে যায়। দু'দিন উপোসের পর রাজা দেখেন তাতে লেখা—

> হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
> ইঁট পাটকেল চিৎপটাং
> মুস্কিল আসান উড়ে মালি
> ধর্মতলা কর্মখালি।

রাজা মুখস্থ করে নিয়ে এরপর থেকে দাঁড়কাক দেখলেই সেই মন্ত্র বলতেন এবং দেখতেন কোনো আশ্চর্য কিছু হয় কি না। কিন্তু কোনোদিন তিনি দ্রিঘাংচুর সন্ধান পাননি, এই মন্ত্রটির একটি দশ লাইনের সংস্করণ সুকুমার তাঁর নাটক 'শব্দকল্পদ্রুমে' বৃহস্পতির মন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। এটি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন—

> খাঁটি ননসেন্সের এর চেয়ে সার্থক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কোথায় বা কেন যে এ সার্থকতা, এই অসংলগ্ন অর্থহীন বাক্যসমষ্টির সামান্য অদল বদল করলেই কেন যে এর অঙ্গহীন হতে বাধ্য, তা বলা খুবই কঠিন। এর অনুকরণ চলে না, এর বিশ্লেষণ চলে না এবং জিনিয়াস ছাড়া এর উদ্ভাবন সম্ভব নয়। (ভূমিকা, সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র* (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯)।

'Time management' বর্তমানে কর্পোরেট জগতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর উপরেই নির্ভর করছে চাকরির ভবিষ্যৎ। সেই 'সময়' এর সুপরিকল্পনা কীভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তার উদাহরণ 'এক বছরের রাজা' গল্পটি। সময়কে সঠিকভাবে প্রেতগন্ধর্বদের সাহায্যে (যারা মানুষ রূপে থাকে) কাজে লাগিয়ে এক ক্রীতদাসের রাজা হয়ে ওঠা গল্পের মূল সূত্র। প্রত্যেক বৎসর প্রেতগন্ধর্বরা তাদের দ্বীপে এক বৎসরের জন্য যে-কোনো

মানুষকে দিয়ে 'মানুষ রাজা' তৈরি করে এবং তাকে এক বৎসর রাজার সম্মান দেয়। কিন্তু এক বৎসর শেষ হতেই তার রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে অন্য এক দ্বীপে স্থানান্তর করে, যেখানে কিছু নেই। এই ক্রীতদাস এক বৎসরের জন্য রাজা হয়ে সেখানকার জ্ঞানী, পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে আগে থেকেই ফাঁকা দ্বীপকে বসবাসের উপযোগ্য করে তোলে। তাই বৎসরান্তে সেই দ্বীপে গেলে সেখানকার মানুষজনেরা তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয় ও এক বছরের রাজা সেখানে চিরদিনের রাজা হয়ে আজীবন রাজত্ব করতে থাকে। সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থা কোথাও গল্পের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন।

সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ আশীষ নন্দী বলেছিলেন যে গোটা বিশ্ব জুড়ে এক বিষাদ-যোগ চলছে। এটা পৃথিবীর নতুন অসুখ। এখন গোটা পৃথিবী এক ধরনের নার্সিসিজম বা আত্মপ্রেমে আক্রান্ত। মানুষ পাগলের মতো সুখ খুঁজছে কখনও শপিং মল এ গিয়ে, কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটে বুঁদ থেকে, কখনও নেশার খপ্পরে গিয়ে। সদ্য নোবেলপ্রাপ্ত 'Poor Economics' এর লেখক অধ্যাপক অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে দরিদ্র মানুষও নিজের মতো করে সুখী হতে চায়, সুখী হয়। তাই সে ভালো খাবার না জুটলেও টেলিভিশন কেনে। অবস্থা ফেরানোর জন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজের মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যায়। মাইক্রো-ফিনান্সের সাফল্য সেখানেই। এই ভাবনাটোকেই কত সহজ ভঙ্গিতে রূপকথার মোড়কে সুকুমার রায় 'রাজার অসুখ' গল্পে বলেছিলেন ১৩২৮ সালে। এই গল্পে রাজার খুব অসুখ। অথচ অসুখটা রাজ্যশুদ্ধ কেউ ধরতে পারছে না। অবশেষে এক সন্ন্যাসী বলে—"এমন একটি লোক খুঁজে আনো যার মনে কোনো ভাবনা নেই, মুখে হাসি লেগেই আছে, যে সব সময়, সব অবস্থাতেই খুশি থাকে। সেই লোকের জামা গায়ে দিলেই রাজার সব অসুখ সেরে যাবে।" অবশেষে অনেক খুঁজে এক ফকির পাওয়া গেল। সে সবসময় আনন্দে থাকে, কিন্তু তার কোনো জামা পাওয়া গেল না। রাজা ফকিরের কথা শুনে মনে করলেন—"আমি থাকি রাজার হালে, ... কোন কিছুর অভাব নেই, ... আমার হল অসুখ! আর ঐ হতভাগা ফকির, যার চাল-চুলো কিছু নেই, জামা নেই ... সে কিনা বলে অসুখ-টসুখ কিছু মানেই না। সে ফকির হয়ে অসুখ উড়িয়ে দিতে পারল, আর আমি রাজা হয়ে পারব না?" তারপর দিন থেকেই রাজা সুস্থ হয়ে রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। আমাদেরও সেই রাজার মতোই অসুখ। সেই ফকিরের অদৃশ্য জামার বড়ো প্রয়োজন আমাদের। 'রাজার অসুখ' এর মতো এমনই এক নাটক লিখেছিলেন সত্তরের দশকে ফরাসি নাট্যকার পিয়ের কুরে। নাটকের নাম 'লা শেভিজ দ্যা'নোম ও রো' বা 'এক সুখী মানুষের জামা'।

আবার 'ব্যাঙের রাজা' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন রাজতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রই আসল। ব্যাঙেদের কোনো রাজা ছিল না। একদিন হঠাৎ মানুষদের মধ্যে রাজাকে দেখে তারা

ব্যাঙপুকুরের ব্যাঙদেবতাকে অনুরোধ করে যেন তাদেরও রাজা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে সবলব্যাঙ বা বক রাজা হয়, সেই বাকীদের খেয়ে নেয়। এই করে একসময় বককে যখন তারা রাজা মনে করে, সে তাদের খেয়ে ফেলতে শুরু করে। তখন ব্যাঙ দেবতাকে তারা বলে যে তাদের রাজা চাই না। তখন বক উড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাঙেরা একসাথেই তাদের রাজ্যে থাকতে লাগে।

এইভাবে দেখা যায় সুকুমার রায় বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে রূপকথার নির্মাণ ঘটিয়েছেন নানাভাবে, কখনো বিদেশি গল্পের অনুবাদ করে, কখনো দেশীয় গল্পের অনুবাদ করে আবার কখনো স্বরচিত ভঙ্গিমায়। গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অভিনব, বৈচিত্র্যময়। রূপকথার রূপায়ণে গল্পকার সুকুমার রায় এইভাবে পাঠকের মনে চিরস্থায়ী অমলিন স্থান করে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১। *রূপকথা* : বাংলাপিডিয়া।
২। *রূপকথা* : উইকিপিডিয়া।
৩। *সুকুমার সাহিত্য সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৯।
৪। সুকুমার রায় : *স্রষ্টা ও সৃষ্টি*, ড. সোমদত্তা ঘোষ, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৭।

ড. সোমাদত্তা ঘোষ (কর) : বনহুগলী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহযোগী অধ্যাপিকা।